প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক "কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২০" এর মাধ্যমে স্বল্প সুদে "পুনর্বাসন ঋণ" প্রদান করা হচ্ছে

যে সকল বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেশে ফেরত এসেছেন সে সকল কর্মী/ বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন তার পরিবারের ১ (এক) জন উপযুক্ত সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান যা **"পুনর্বাসন ঋণ"** হিসাবে বিবেচিত হবে।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

- বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
- আবেদনকারীর ব্যাংকের শাখা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
- বয়স ন্যূনতম ১৮ বৎসর হতে হবে;
- বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে যে সকল বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেশে ফেরত এসেছেন সে সকল কর্মী/ বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর পরিবারের উপযুক্ত ১ (এক) জন সদস্য এ ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে;
- অন্য কোন সংস্থা/ ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি ব্যক্তি ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;
- উন্মাদ, দেউলিয়া, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামী ঋণের জন্য বিবেচিত হবে না; প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে ইতঃপূর্বে ঋণ নিয়মিত হতে হবে;
- ১ জানুয়ারী, ২০২০ তারিখ থেকে দেশে ফেরত আসা অভিবাসী কর্মী ঋণের জন্য বিবেচিত হবেন।

ঋণের প্রকৃতি

- প্রকল্প ঋণ
- চলতি পুঁজি/ক্যাশ ক্রেডিট

ঋণের খাতসমূহ

- কৃষিখাত (মৎস্য সম্পদ, প্রাণীসম্পদ, অন্যান্য কৃষিখাত)
- অকৃষিখাত
- বাণিজ্যিকখাত

ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মীগণ গ্রুপ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রুপ ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

ঋণ সীমা সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা, প্রকল্প এবং ব্যবসার প্রকৃতি/ ধরণ অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বছর।

৪% সরল সুদ। তবে মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে কিস্তি খেলাপি এবং ক্যাশ ক্রেডিট ঋণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরি ঋণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরি পত্রের শর্ত মোতাবেক যথা সময়ে সমন্বয়ে ব্যর্থতায় ২% দন্ড সুদ আরোপযোগ্য।

সহজামানত/ জামানত/ গ্যারান্টি বিষয়ে কিছু সু-নির্দিষ্ট নিয়মনীতি আছে যা অবশ্যই মানতে হবে।

ঋণ আবেদনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- আবেদনকারীর আবেদনসহ পারিবারিক তথ্যসম্বলিত জীবন বৃত্তান্ত (নির্ধারিত ফরমেটে);
- আবেদনকারীর পাসপোর্ট (পাসপোর্টের বহির্গমন ও আগমন সীলযুক্ত পাতাসহ)/ এর ট্রাভেল পারমিটের ফটোকপি।
- বিএমইটি'র স্মার্ট কার্ড/ চাকরিরত দেশের আইডি কার্ড এর ফটোকপি/ বৈধ পথে বিদেশ গমণের প্রমাণপত্র/ বিদেশে চাকুরির চুক্তিপত্র/ বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণের প্রমাণপত্র।
- আবেদনকারীর সদ্য তোলা ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি;
- গ্যারান্টরের সদ্য তোলা ০২ (দুই) কপি পাসর্পোট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি;
- হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- প্রকল্পের ঠিকানাসহ বিস্তারিত বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- দোকান/ গোডাউন ভাড়ার ক্ষেত্রে Letter of Disclaimer এবং নিজস্ব হলে মালিকানার প্রমাণপত্র নিতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- প্রশিক্ষণ/ অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট এর ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অথবা প্রশিক্ষণ গ্রহণে সম্মত আছেন মর্মে অঙ্গিকার পত্র;
- ব্যক্তিগত/ প্রকল্পের নামে কোন সংস্থা/ এনজিও/ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের ঘোষণাপত্র;
- অন্য কোন সংস্থা/ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ হিসাব বিবরণীসহ ঋণ খেলাপী নয় মর্মে ঋণ গ্রহীতাকে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে হলফনামা দাখিল করতে হবে;

"পুনর্বাসন ঋণ" সম্পর্কে জানতে ও সহযোগিতা পেতে আজই স্থানীয় **প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক'**এ যোগাযোগ করুন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

সামাজিক পুনর্বাসনে দেশে ফিরে আসা

অভিবাসী নারী শ্রমিকদের তথ্য ও সহায়তা কেন্দ্র

বাড়ি নং- ১০৪৩ (পুরাতন), ১০৮২ (নতুন) নিচতলা, পুরাতন কসবা, বিমান বন্দর রোড, যশোর।

Funded by the European Union

IMPROVING MIGRATION MANAGEMENT IN THE SILK ROUTES

Implemented by ICMPD International Centre for Migration Policy Development

ULANDSSEKRETARIATET – DTDA

BILS

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক "কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২০" এর মাধ্যমে স্বল্প সুদে "পুনর্বাসন ঋণ" প্রদান করা হচ্ছে

যে সকল বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেশে ফেরত এসেছেন সে সকল কর্মী/ বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন তার পরিবারের ১ (এক) জন উপযুক্ত সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান যা **"পুনর্বাসন ঋণ"** হিসাবে বিবেচিত হবে।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

- বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
- আবেদনকারীর ব্যাংকের শাখা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
- বয়স ন্যূনতম ১৮ বৎসর হতে হবে;
- বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে যে সকল বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেশে ফেরত এসেছেন সে সকল কর্মী/ বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর পরিবারের উপযুক্ত ১ (এক) জন সদস্য এ ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে;
- অন্য কোন সংস্থা/ ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি ব্যক্তি ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;
- উম্মাদ, দেউলিয়া, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামী ঋণের জন্য বিবেচিত হবে না; প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে ইতঃপূর্বে ঋণ নিয়মিত হতে হবে;
- ১ জানুয়ারী, ২০২০ তারিখ থেকে দেশে ফেরত আসা অভিবাসী কর্মী ঋণের জন্য বিবেচিত হবেন।

ঋণের প্রকৃতি

- প্রকল্প ঋণ
- চলতি পুঁজি/ক্যাশ ক্রেডিট

ঋণের খাতসমূহ

- কৃষিখাত (মৎস্য সম্পদ, প্রাণীসম্পদ, অন্যান্য কৃষিখাত)
- অকৃষিখাত
- বাণিজ্যিকখাত

ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মীগণ গ্রুপ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রুপ ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

ঋণ সীমা সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা, প্রকল্প এবং ব্যবসার প্রকৃতি/ ধরণ অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বছর।

৪% সরল সুদ। তবে মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে কিস্তি খেলাপি এবং ক্যাশ ক্রেডিট ঋণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরি ঋণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরি পত্রের শর্ত মোতাবেক যথা সময়ে সমন্বয়ে ব্যর্থতায় ২% দন্ড সুদ আরোপযোগ্য।

সহজামানত/ জামানত/ গ্যারান্টি বিষয়ে কিছু সু-নির্দিষ্ট নিয়মনীতি আছে যা অবশ্যই মানতে হবে।

ঋণ আবেদনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- আবেদনকারীর আবেদনসহ পারিবারিক তথ্যসম্বলিত জীবন বৃত্তান্ত (নির্ধারিত ফরমেটে);
- আবেদনকারীর পাসপোর্ট (পাসপোর্টের বহির্গমন ও আগমন সীলযুক্ত পাতাসহ)/ এর ট্রাভেল পারমিটের ফটোকপি।
- বিএমইটি'র স্মার্ট কার্ড/ চাকরিরত দেশের আইডি কার্ড এর ফটোকপি/ বৈধ পথে বিদেশ গমণের প্রমাণপত্র/ বিদেশে চাকুরির চুক্তিপত্র/ বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণের প্রমাণপত্র।
- আবেদনকারীর সদ্য তোলা ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি;
- গ্যারান্টরের সদ্য তোলা ০২ (দুই) কপি পাসর্পোট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি;
- হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- প্রকল্পের ঠিকানাসহ বিস্তারিত বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- দোকান/ গোডাউন ভাড়ার ক্ষেত্রে Letter of Disclaimer এবং নিজস্ব হলে মালিকানার প্রমাণপত্র নিতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- প্রশিক্ষণ/ অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট এর ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অথবা প্রশিক্ষণ গ্রহণে সম্মত আছেন মর্মে অঙ্গিকার পত্র;
- ব্যক্তিগত/ প্রকল্পের নামে কোন সংস্থা/ এনজিও/ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের ঘোষণাপত্র;
- অন্য কোন সংস্থা/ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ হিসাব বিবরণীসহ ঋণ খেলাপী নয় মর্মে ঋণ গ্রহীতাকে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে হলফনামা দাখিল করতে হবে;

"পুনর্বাসন ঋণ" সম্পর্কে জানতে ও সহযোগিতা পেতে আজই স্থানীয় **প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক'**এ যোগাযোগ করুন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

সামাজিক পুনর্বাসনে দেশে ফিরে আসা

অভিবাসী নারী শ্রমিকদের তথ্য ও সহায়তা কেন্দ্র

আনোয়ার ম্যানশন, ৭০৯/বি (৪র্থ তলা), মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম।

Funded by the European Union

IMPROVING MIGRATION MANAGEMENT IN THE SILK ROUTES

Implemented by ICMPD International Centre for Migration Policy Development

ULANDSSEKRETARIATET – DTDA DANISH TRADE UNION DEVELOPMENT AGENCY

BILS

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক "কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২০" এর মাধ্যমে স্বল্প সুদে "পুনর্বাসন ঋণ" প্রদান করা হচ্ছে

যে সকল বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেশে ফেরত এসেছেন সে সকল কর্মী/ বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন তার পরিবারের ১ (এক) জন উপযুক্ত সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান যা **"পুনর্বাসন ঋণ"** হিসাবে বিবেচিত হবে।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

- বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
- আবেদনকারীর ব্যাংকের শাখা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
- বয়স ন্যূনতম ১৮ বৎসর হতে হবে;
- বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে যে সকল বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেশে ফেরত এসেছেন সে সকল কর্মী/ বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর পরিবারের উপযুক্ত ১ (এক) জন সদস্য এ ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে;
- অন্য কোন সংস্থা/ ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি ব্যক্তি ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;
- উন্মাদ, দেউলিয়া, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামী ঋণের জন্য বিবেচিত হবে না; প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে ইতঃপূর্বে ঋণ নিয়মিত হতে হবে;
- ১ জানুয়ারী, ২০২০ তারিখ থেকে দেশে ফেরত আসা অভিবাসী কর্মী ঋণের জন্য বিবেচিত হবেন।

ঋণের প্রকৃতি

- প্রকল্প ঋণ
- চলতি পুঁজি/ক্যাশ ক্রেডিট

ঋণের খাতসমূহ

- কৃষিখাত (মৎস্য সম্পদ, প্রাণীসম্পদ, অন্যান্য কৃষিখাত)
- অকৃষিখাত
- বাণিজ্যিকখাত

ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মীগণ গ্রুপ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রুপ ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

ঋণ সীমা সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা, প্রকল্প এবং ব্যবসার প্রকৃতি/ ধরণ অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বছর।

৪% সরল সুদ। তবে মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে কিস্তি খেলাপি এবং ক্যাশ ক্রেডিট ঋণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরি ঋণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরি পত্রের শর্ত মোতাবেক যথা সময়ে সমন্বয়ে ব্যর্থতায় ২% দন্ড সুদ আরোপযোগ্য।

সহজামানত/ জামানত/ গ্যারান্টি বিষয়ে কিছু সু-নির্দিষ্ট নিয়মনীতি আছে যা অবশ্যই মানতে হবে।

ঋণ আবেদনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- আবেদনকারীর আবেদনসহ পারিবারিক তথ্যসম্বলিত জীবন বৃত্তান্ত (নির্ধারিত ফরমেটে);
- আবেদনকারীর পাসপোর্ট (পাসপোর্টের বহির্গমন ও আগমন সীলযুক্ত পাতাসহ)/ এর ট্রাভেল পারমিটের ফটোকপি।
- বিএমইটি'র স্মার্ট কার্ড/ চাকরিরত দেশের আইডি কার্ড এর ফটোকপি/ বৈধ পথে বিদেশ গমণের প্রমাণপত্র/ বিদেশে চাকুরির চুক্তিপত্র/ বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণের প্রমাণপত্র।
- আবেদনকারীর সদ্য তোলা ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি;
- গ্যারান্টরের সদ্য তোলা ০২ (দুই) কপি পাসর্পোট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি;
- হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- প্রকল্পের ঠিকানাসহ বিস্তারিত বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- দোকান/ গোডাউন ভাড়ার ক্ষেত্রে Letter of Disclaimer এবং নিজস্ব হলে মালিকানার প্রমাণপত্র নিতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- প্রশিক্ষণ/ অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট এর ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অথবা প্রশিক্ষণ গ্রহণে সম্মত আছেন মর্মে অঙ্গিকার পত্র;
- ব্যক্তিগত/ প্রকল্পের নামে কোন সংস্থা/ এনজিও/ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের ঘোষণাপত্র;
- অন্য কোন সংস্থা/ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ হিসাব বিবরণীসহ ঋণ খেলাপী নয় মর্মে ঋণ গ্রহীতাকে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে হলফনামা দাখিল করতে হবে;

"পুনর্বাসন ঋণ" সম্পর্কে জানতে ও সহযোগিতা পেতে আজই স্থানীয় **প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক'**এ যোগাযোগ করুন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

সামাজিক পুনর্বাসনে দেশে ফিরে আসা

অভিবাসী নারী শ্রমিকদের তথ্য ও সহায়তা কেন্দ্র

সেলিনা হাউজ (নিচতলা), পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, গোয়ালচামট, ফরিদপুর।

Funded by the European Union

Implemented by

International Centre for Migration Policy Development